প্রতিষ্ঠা পেতে যাচ্ছে জয়বাংলা সাইবার টিমের কার্যক্রম

জয়বাংলা সাইবার টিমের প্রতিটি সদস্যই হবে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব সাংবাদিক। দেশের প্রতিটি উন্নয়ন, সমস্যা, সম্ভাবনা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মহান স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, গৌরবগাঁথা ইতিহাস সব কিছুর প্রতিচ্ছবি তুলে আনবে জয়বাংলা সাইবার টিমের সদস্যরা।

তথ্য প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের মেগা প্রকল্পগুলোর উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি দেশের আনাচে কানাচের ছোট ছোট উন্নয়ন চিত্রগুলোও মানুষের নজরে আনবে।এলাকার রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, মসজিদ মন্দীর, গীর্জার উন্নয়ন, স্কুল কলেজ, মাদ্রাসার নতুন নতুন বিল্ডিং, গেট, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, দলের নেতা কর্মীদের মানবিক কাজের চিত্রগুলো তুলে আনবে তারা।

উন্নয়ন চিত্রের পাশাপাশি দেশের অসহায় সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কথাগুলো তুলে ধরে তাদের মুখে হাসি ফোঁটাতে কাজ করবে এই জয়বাংলা সাইবার টিমের সদস্য।

সরকার বিরোধী সাইবার সন্ত্রাস রুখতে এবং সাইবার অপরাধীদের প্রতিরোধ ও তাদের সনাক্ত করেও আইনের আওতায় আনবে এই টিমটি।

সাইবার টিমের স্বপ্নদ্রষ্টা মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। করোণাকালিন সময়ে বিশ্ব যখন অর্থনৈতিকভাবে থমকে গিয়েছিল। তখনও মানবতার নেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছিলেন। অতিমারি পরিস্থিতিতেও অধিক সময় মানবিক কাজ করেছেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও তার সরকার। বাংলাদেশের অর্থনীতি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় অবস্থানে ছিল। দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে কাজ করেছেন তিনি।

তারপরেও দেশ এবং বিদেশে বসে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এক শ্রেনীর অপশক্তি অনলাইন ও অফলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহার করে আওয়ামীলীগ ও

[redacted]

[redacted]

প্রকাশ্যে ও ডিজিটাল জগতে মানুষের আচরণ অনুসরণ করার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যে, তারা কোনো সমস্যা তৈরি করবে না। এটিই আমার কাছে সমস্যার কারণ।”

ফেসিয়াল রিকগনিশন ব্যবহার করে সুপারমার্কেটগুলো ক্রেতাদের কেনাকাটার অভ্যাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তাদের মতো করে বিজ্ঞাপন দেয়ার চেষ্টা করছে।

আপনার ছবি দেখে যে কেউ আপনার পরিচয় জানতে পারে, যেমন রাশিয়ার সার্চ ইঞ্জিন ইয়ানডেক্স ব্যবহার করে। তবে ফেসিয়াল রিকগনিশন প্রযুক্তিকে কিছুটা ধোঁকা দেওয়া সম্ভব। মুখে কিছু পরিবর্তন এনে বা পোশাক পরে।

সার্ভিলেন্স টেকনোলজি অনেকদিন ধরেই আমাদের জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। সে কারণে আপনার ডাটার সুরক্ষা সম্পর্কে ভাবা আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এবং এটি অনলাইন ও বাস্তব জীবন সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

হায়াটসঅ্যাপে ভয়েস নোট পাঠানোর দুর্দান্ত ফিচার

দৈনন্দিন যোগাযোগে বিপ্লব এনেছে হোয়াটসঅ্যাপ। ব্যক্তিগত যোগাযোগ হোক অথবা অফিসের কাজে, আজকাল সব সময় হোয়াটসঅ্যাপকেই বেছে নেওয়া হয়। বিশেষ করে এই মেসেজিং অ্যাপের ভয়েস নোট ফিচার দ্রুত কথোপকথনে সাহায্য করে। স্মার্টফোনে ভয়েস নোট শুনতে শুনতে চাইলে তা পজ করার অপশন পাওয়া যায়। কিন্তু এতদিন কম্পিউটার থেকে এই ফিচার ব্যবহার করা যেত না। এবার উইন্ডোজ বেটা ভার্সনেও এই ফিচার আসতে চলেছে।

সম্প্রতি ডব্লিউএবিইনফো ওয়েবসাইটে প্রকাশিত রিপোর্টে জানানো হয়েছে, উইন্ডোজ বেটা অ্যাপে এবার ভয়েস নোট প্লে পজ করার সুবিধা আসছে। মাইক্রোসফট স্টোর থেকে হোয়াটসঅ্যাপ বেটা ভার্সন ২.২২২৩.১১.৭০ আপডেট ইনস্টল করলে এই ফিচার ব্যবহার করা যাবে।

বহনযোগ্য সেলফি প্রিন্টার

আনন্দের মুহূর্ত ধরে রাখতে স্মার্টফোনে সেলফি তোলেন অনেকেই। কিন্তু এসব ছবি তাৎক্ষণিক প্রিন্ট করার সুযোগ না থাকায় বেশ ঝামেলায় পড়তে হয়। সমস্যা সমাধানে আকারে ছোট বহনযোগ্য প্রিন্টার তৈরি করেছে ক্যানন। ‘সেলফি সিপি১৫০০’ মডেলের প্রিন্টারটিতে ওয়াইফাই এবং ইউএসবি সুবিধা থাকায় একসঙ্গে একাধিক স্মার্টফোন থেকে সরাসরি ছবি প্রিন্ট করা যায়।

অ্যাপনিয়ন্ত্রিত প্রিন্টারটিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছবির উজ্জ্বলতা ও রং নিয়ন্ত্রণ সুবিধা থাকায় স্মার্টফোনে ছবি সম্পাদনার প্রয়োজন হয় না। ফলে মাত্র ৪১ সেকেন্ডে পোস্টকার্ড এবং ২৩ সেকেন্ডে ক্রেডিট কার্ড আকারের ছবি প্রিন্ট করা যায়। এসডি কার্ড এবং পেনড্রাইভ থেকেও ছবি প্রিন্ট করা যায় প্রিন্টারটিতে।

অ্যানড্রয়েড, আইওএস এবং আইপ্যাডওএস অপারেটিং সিস্টেমে চলা হালনাগাদ স্মার্টফোন, আইপ্যাড ও ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে ছবি প্রিন্ট করতে সক্ষম প্রিন্টারটির ওজন বেশ কম, মাত্র ৮৫০ গ্রাম। প্রিন্টারটি বাজারে আসবে সেপ্টেম্বরে, কিনতে গুনতে হবে ১৪ হাজার ২০০ টাকা (প্রায়)।

টুইটার কিনবেন না, সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করলেন ইলন মাস্ক

অবশেষে একটি লম্বা গল্পের অবসান ঘটলো। বেশ কিছুদিন ধরে আলোচনার শীর্ষে ছিল টেসলার প্রধান নির্বাহী ও বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্কের ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়ে টুইটার কিনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি টুইটার কিনছেন না। এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

ইলন মাস্ক বলেন, টুইটারের মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যার মধ্যে কতোগুলো স্প্যাম এবং ফেইক, সেটি জানাতে ব্যর্থ হয়েছে টুইটার।

তাই তিনি টুইটার কিনছেন না।

গত মে মাসে টুইটার কেনার চুক্তি সাময়িকভাবে স্থগিত করেন ইলন মাস্ক। তার পক্ষ থেকে বলা হয়, টুইটারে স্প্যাম বা ফেইক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ‘শতকরা পাঁচ শতাংশের নীচে’ কিনা, তিনি তা জানতে অপেক্ষা করছেন৷

এক চিঠিতে ইলন মাস্কের আইনজীবী বলেন, ভুয়া অ্যাকাউন্টের বিষয়ে তথ্য জানাতে অসম্মতি জানানোর পাশাপাশি টুইটার তার স্প্যাম বট (ভুয়া রোবোটিক অ্যাকাউন্ট) মোট ব্যবহারকারীর ৫ শতাংশের কম থাকার বিষয়টির প্রমাণ দিতে পারেনি।

এদিকে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, টুইটার না কেনায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে মাস্ককে ১০০ কোটি ডলার টুইটারকে দিতে হতে পারে। মাস্কের ঘোষণার পর টুইটারের শেয়ার ৭ শতাংশ দরপতন হয়েছে বলে জানিয়েছে বিবিসি।

প্রথম প্রান্তিকে দেশের বাজারে শীর্ষ স্মার্টফোন ব্র্যান্ড স্যামসাং

চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে বাংলাদেশের স্মার্টফোনের বাজারে শীর্ষস্থান দখল করেছে স্যামসাং। এসময় প্রতিষ্ঠানটি সর্বোচ্চ ১৭ দশমিক ৭ শতাংশ মার্কেট শেয়ার অর্জন করে।

স্যামসাংয়ের এ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির মূলে ছিল প্রতিষ্ঠানটির জনপ্রিয় গ্যালাক্সি এ সিরিজের ডিভাইসগুলো। বিশেষ করে, গ্যালাক্সি এ১৩, গ্যালাক্সি এ১২ ও গ্যালাক্সি এ০৩ কোরের মতো এন্ট্রি-লেভেলের ডিভাইসগুলো স্যামসাংকে এ অবস্থানে নিয়ে গেছে।

অন্যদিকে, প্রিমিয়াম স্মার্টফোন ক্যাটাগরিতে নতুন উন্মোচিত হওয়া গ্যালাক্সি এস২২ সিরিজের ফোনগুলোর প্রতি গ্রাহক চাহিদার পরিমাণ বেশি ছিলো। স্যামসাংয়ের এ প্রবৃদ্ধি অর্জনে এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে

স্মার্টফোনের বাজার ৭ শতাংশ হারে হ্রাস পাওয়া সত্বেটিও এসময় স্যামসাং স্মার্টফোনের বাজারে শীর্ষস্থান দখল করেছে।

কাউন্টার পয়েন্ট রিসার্চের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, মোট স্মার্টফোন রপ্তানির মাত্র ৯ শতাংশ হলো ফাইভজি প্রযুক্তি সমর্থিত স্মার্টডিভাইস। তবে চলতি বছরে মিড ও হাই রেঞ্জের ফাইভজি সমর্থিত ডিভাইসগুলোর রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রতিবেদনটিতে উঠে এসেছে।

এ প্রসঙ্গে স্যামসাং বাংলাদেশের হেড অব মোবাইল মো. মূয়ীদুর রহমান বলেন, ‘ক্রেতাদের চাহিদা এবং পরিবর্তনশীল লাইফস্টাইলকে বিবেচনায় রেখে স্যামসাং প্রতিবছর নিত্য নতুন ডিভাইস বাজারে নিয়ে আসছে। চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে আমরা যে সাফল্য অর্জন করেছি তাতে আমরা খুশী এবং সামনের দিনগুলোতে আমরা আমাদের এ জয়যাত্রা ধরে রাখতে পারবো বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।’

খরচ বাড়ছে মোবাইল ইন্টারনেটে

মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ বাড়ছে। এতো দিন মোবাইল অপারেটরগুলো ইন্টারনেট সেবার বিপরীতে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট দিয়ে আসছিল, গত ১ জুলাই থেকে সেটি ১৫ শতাংশ আদায় করছে। এতে ৬-৮ শতাংশ বেশি দামে গ্রাহকদের ইন্টারনেট কিনতে হবে।

গত ৩০ জুন মোবাইল অপারেটরগুলোর সংগঠন অ্যামটব (অ্যাসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ) চিঠি দিয়ে বিষয়টি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) জানিয়েছে।

বর্তমানে মোবাইল অপারেটরগুলো ৫ শতাংশ ভ্যাট দিচ্ছে। কিন্তু এ ভ্যাটের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করতে পারছে না অপারেটরগুলো। অন্যদিকে ১৫ শতাংশ ভ্যাট দিলে রেয়াত গ্রহণের সুযোগ তৈরি হবে। তাই অপারেটরগুলো ১৫ শতাংশ ভ্যাট দিতে চাইছে। এতে অপারেটরগুলোর সুবিধা হলেও গ্রাহকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কারণ ইন্টারনেট কেনায় ১০ শতাংশ ভ্যাট বেশি দিতে হবে।

এ বিষয়ে রবি আজিয়াটার চিফ করপোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অফিসার সাহেদ আলম বলেন, গত এক বছর অপারেটরগুলো ৫ শতাংশ ভ্যাট দিয়েছে। হ্রাসকৃত হার হওয়ায় এই ভ্যাট সমন্বয় করা যায়নি। ফলে কার্যকরি ভ্যাট হার ১৭ শতাংশ গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাছাড়া চলতি বাজেটে ভ্যাট আইনে যেসব সংশোধন আনা হয়েছে, তা হিসাব-নিকাষকে আরো জটিল করে তুলেছে। তাই সব অপারেটর ইন্টারনেট প্যাকেজের ওপর ১৫ শতাংশ আদর্শ হারে ভ্যাট আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তিনি জানান, এতে ইন্টারনেটের দাম ৬-৮ শতাংশ বাড়তে পারে।

সান ম্যাটেওর কার্যালয় বন্ধ করলো টেসলা

ক্যালিফোর্নিয়ার সান ম্যাটেওর অফিস বন্ধ করে দিয়েছে টেসলা। সেখানে অটোপাইলট ড্রাইভার-অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেমে কাজ করা প্রায় ২০০ কর্মীকে ছাঁটাই করেছে গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। ব্যয় সংকোচনের অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। খবর ইয়াহু ফাইন্যান্স।

ঘটনার সঙ্গে জড়িত একটি সূত্র জানিয়েছে, ওই অফিসের বেশির ভাগ মানুষই টেসলার ঘণ্টাভিত্তিক কর্মী ছিলেন। টেসলার এ পদক্ষেপকে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ পুঁজিবাজারে সংকোচন, মূল্যস্ফীতি ও মন্দার উদ্বেগ ব্যাপক বেড়ে চলেছে।

চলতি মাসের শুরুর দিকে মার্কিন অর্থনীতি নিয়ে খুব বাজে অনুভূতির বিষয়টি উল্লেখ করে টেসলার ১০ শতাংশ কর্মী ছাঁটাইয়ের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন ইলোন মাস্ক। ‘পজ অল হায়ারিং ওয়ার্ল্ডওয়াইড’ শিরোনামের বার্তাটি নির্বাহীদের কাছে পাঠিয়েছিলেন তিনি। পৃথক একটি ই-মেইলে তিনি বলেছিলেন, টেসলা বেতনভুক্ত কর্মীর সংখ্যা ১০ শতাংশ কমিয়ে দেবে। কারণ অনেক জায়গায় অতিরিক্ত কর্মী হয়ে গিয়েছে। যদিও

ঘণ্টাভিত্তিক কর্মী সংখ্যা বাড়বে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

গুগল-অ্যাপলের অ্যাপস্টোর থেকে টিকটক সরিয়ে নেওয়ার সুপারিশগুগল-অ্যাপলের অ্যাপস্টোর থেকে টিকটক সরিয়ে নেওয়ার সুপারিশ

করনেগি মেলন ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক রাজ রাজকুমার বলেন, টেসলা স্পষ্টতই একটা বড় ব্যয় সংকোচনের মুখে রয়েছে। কর্মী কমানোর বিষয়টি ইঙ্গিত দেয় যে সাংহাই বন্ধ, কাঁচামালের উচ্চব্যয় এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতার কারণে বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক (এপ্রিল-জুন) প্রতিষ্ঠানটির জন্য খুব কঠিন ছিল।

ছাঁটাই হওয়া একজন কর্মী রয়টার্সকে বলেন, অফিসের কর্মীদের আগে বলা হয়েছিল যে সান ম্যাটেওর ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ায় জুনের শুরুতে পর্যায়ক্রমে পালো অল্টোর অফিসে সরিয়ে নেয়া হবে। তবে অবশেষে বেশির ভাগ কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। এটি অবশ্যই এক ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ। এ সিদ্ধান্তে আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছি।

অফিসটির কিছু কর্মী আশা করেছিল যে খরচ বাঁচাতে টেসলা নিউইয়র্কের বাফেলোর কম মজুরি কর্মীদের কাছে তাদের পাঠিয়ে দেবে। তবে বিষয়টি নিয়ে মন্তব্যের অনুরোধে কোনো সাড়া দেয়নি গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও সতর্কতা

বর্তমান প্রযুক্তি বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণা, ব্যবহার এবং এ খাতে বিনিয়োগের গুরুত্ব বাড়ছে। কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি অনন্য শাখা হচ্ছে এ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যাতে মানুষের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তাকে কম্পিউটার সফটওয়্যার দ্বারা অনুকরণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে প্রযুক্তিনির্ভর করে যন্ত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) হলো মেশিন দ্বারা প্রদর্শিত বুদ্ধি। আন্দ্রেয়ার কাপলান এবং মাইকেল হেনলিন আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে বলেন, ‘এটি একটি সিস্টেমের বহির্ভূত তথ্য সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারার ক্ষমতা, এমন তথ্য থেকে শিক্ষাগ্রহণ এবং ওই শিক্ষা ব্যবহার করে নমনীয় অভিযোজনের মাধ্যমে বিশেষ লক্ষ্য করা।’ ধারণা করা হয়, কৃত্রিম মানবযন্ত্র আবিষ্কারের চিন্তার সূত্রপাত হয় সম্ভবত রামন লোল’র মাধ্যমে ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯২০ সালের দিকে ‘রুশম’স ইউনিভার্সেল রোবটস’ নামে একটি সায়েন্স ফিকশন থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

জন ম্যাকার্থি সর্বপ্রথম আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নামক টার্মটি ব্যবহার করেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৫৬ সালে ডার্টমাউথ কলেজের এক কর্মশালায় প্রথম এআই গবেষণা ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ অ্যালান টুরিংকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কর্তা বলা হলেও জন ম্যাকার্থিই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অন্যতম জনক। টুরিং-এর গবেষণার ‘চার্চ-টুরিং থিসিস’ থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গোড়াপত্তন।

১৯৬০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় এআই গবেষণার জন্য ব্যাপকভাবে তহবিল প্রদান এবং বিশ্বব্যাপী এর গবেষণা গুরুত্ব পায়। ১৯৮০’র দশকের শুরুতে এআই গবেষণা বিশেষজ্ঞ সিস্টেমের বাণিজ্যিক সাফল্য দ্বারা পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৯৮৫ সাল নাগাদ এআইয়ের বাজার এক বিলিয়ন ডলারের বেশি পৌঁছেছিল। একই সময়ে, জাপানের পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার প্রকল্প আমেরিকা এবং ব্রিটিশ সরকারকে একাডেমিক গবেষণার জন্য অর্থায়নে ফিরিয়ে আনতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ২০১০-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত, সারা পৃথিবীতে মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লিকেশনগুলো ব্যবহার করা হতো।

জ্যাক ক্লার্কের মতে, ২০১৫ সালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য একটি মাইলফলকের বছর ছিল, গুগলের মধ্যে এআই ব্যবহার করার জন্য সফটওয়্যার প্রকল্পগুলোর সংখ্যা ২০১২ সালে ২৭০০-এরও বেশি প্রকল্পে ‘স্পোরাইডিক ব্যবহার’ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৭ সালে আইবিএম’র তৈরিকৃত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ‘ডিপ-ব্লু’ দাবা খেলায় খ্যাতিমান গ্যারি কাসপারভকে হারিয়ে দেয়। ২০১০ সালে গুগলের আলফাগো গো খেলায় বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে পাঁচবারের মধ্যে চারবার হারিয়ে দেয়।

বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে অনেক নামকরা প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মী নিয়োগ করে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পত্রিকা ফরচুনের তথ্যমতে, প্রায় পাঁচশ নামকরা প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। প্রথাগত পরিবহণ ব্যবস্থাকে হটিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমতার বদৌলতে স্বয়ংক্রিয় পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোল সম্ভব। সাইবর্গ টেকনোলজি যান্ত্রিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যা মস্তিষ্ক দ্বারা চালিত হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার সমাধানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কৃত্রিম বুদ্ধিসম্পন্ন রোবট হবে বন্ধুভাবাপন্ন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বয়োবৃদ্ধদের উন্নত পরিচর্যায় ব্যবহৃত হবে।

জানা যায়, জাপানে ইতোমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সংবাদমাধ্যম কোম্পানি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানীর অভিমত, আগামী ১২০ বছরের মধ্যে মানুষ তাদের সব কাজ বুদ্ধিমান মেশিনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারবে। স্টাম্পফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকদের দাবি, তাদের তৈরি করা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহজেই শরীরের বিভিন্ন পরীক্ষা করে মানুষের মৃত্যু কবে হবে, সেটা গণনা করে বলে দেবে। ৫০টিরও বেশি দেশ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য রোবট তৈরি করছে-যেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এবং শত্রুকে মোকাবিলা বা হত্যা করার মতো কাজগুলো করবে।

বর্তমানে এ ধরনের রোবট এবং ড্রোনের গবেষণায় প্রচুর অর্থও ব্যয় করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, রোবট ২০৫০ সালের মধ্যে সব মানবিক কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করতে পারবে রোবট। শেয়ারবাজার থেকে শুরু করে নানা ব্যবসায়িক কাজে এর ব্যবহার বাড়ছে। এর বাইরে বেশি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হচ্ছে প্রতিরক্ষা।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের মতে, নতুন প্রযুক্তির কারণে বিশ্বে ১৩ কোটিরও বেশি কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। ডাটা অ্যানালিস্ট, সফটওয়্যার ডেভেলপার, সোশ্যাল মিডিয়া স্পেশালিস্ট এ ধরনের কাজের ক্ষেত্র তৈরি হবে। এ ছাড়া শিক্ষক বা কাস্টমার সার্ভিস কর্মীর মতো কাজ, যাতে কিনা অনেক সুস্পষ্ট মানবিক গুণাবলির দরকার, সেরকম

অনেক কাজও করতে সক্ষম হবে যন্ত্র।

যুক্তরাষ্ট্রের এনভিডিয়া তৈরি করছে উন্নত চিপসেট। দ্রুত বাড়ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাজার। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইউবিএস জানাচ্ছে, ২০২৫ সালের মধ্যে এআই খাতের রাজস্ব ২০ শতাংশ বেড়ে ৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়াবে। ইতোমধ্যে অ্যামাজন, মাইক্রোসফট, অ্যালফাবেট এ বাজারের সুবিধা পেতে শুরু করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে সন বলেন, ‘আমি মনে করি, আজ থেকে ৩০ বছর পরে বিশ্বে স্মার্ট রোবটের সংখ্যা হবে ১০ বিলিয়ন। এ রোবটরা ব্যাপকভাবে মানুষের চাকরি নিয়ে নেবে। যতগুলো শিল্প মানুষ গড়ে তুলেছে, সবগুলোই নতুন করে পুনর্বিন্যস্ত হবে।’

প্রযুক্তির উৎকর্ষের মাইলফলক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতিবাচকতার পাশাপাশি নেতিবাচকতাও রয়েছে। ‘ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম’ জানিয়েছে, ২০২২ সালের মধ্যে রোবটের কারণে বিশ্বজুড়ে সাড়ে ৭ কোটি মানুষ চাকরি হারাবে। ইলন মাস্ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নকে ‘দৈত্যকে ডেকে আনার শামিল’ আখ্যায়িত করে এটাকে মানবজাতির জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর হুমকি হিসাবে অভিহিত করেছেন।’ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলেছেন, ‘এরা এক সময়ে আমাদের অতিক্রম করে যাবে। এর ফলে মানবজাতির বিলুপ্তি ঘটতে পারে।’

গুগলের প্রধান নির্বাহী সুন্দর পিচাই সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে বলেন, ‘তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার রুখতে নির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে চলা। আর কীভাবে প্রযুক্তির অপব্যবহার হতে পারে, তা নিয়ে আগেই ভাবা উচিত। শুধু নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করলেই চলবে না, সে প্রযুক্তির ব্যবহার যেন মানবসভ্যতার বিপক্ষে না যায়, সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।’ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহারের পর যখন অকেজো হয়ে পড়বে সেসব বর্জ্যে পরিবেশের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ হিসাবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণমূলক তদারকি জোরদার করতে হবে। মোটকথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নেতিবাচক ব্যবহার কঠোরভাবে রোধ করে এর ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] www.inai.org.mx [redacted]

[redacted]

সুদূর আমেরিকা মহাদেশের দেশ মেক্সিকোকে চ্যাটবট সরবরাহ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রযুক্তি পণ্য ও সেবা সরবরাহ করার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরছি।’

প্রসঙ্গত, রিভ চ্যাট একটি গ্রাহক যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গ্রাহকদের যোগাযোগের জন্য উন্নত প্রযুক্তি সরবরাহ করে থাকে কোম্পানিটি। এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক পরস্পরের সাথে ওয়েবসাইট, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবারসহ বিভিন্ন মাধ্যমে খুব সহজেই যোগাযোগ করতে পারে। সাইন আপ করে রিভ চ্যাটের ফ্রি ট্রায়াল শুরু করতে পারেন। আরও তথ্য জানতে চোখ রাখতে পারেন www.revechat.com এই ওয়েবসাইটে।